রাপ্পা রায় ও বাদামি চেয়ার

সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দ

রাপ্পা রায় ও বাদামি চেয়ার

সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দ

ISBN 978-93-5040-187-3

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

© আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা।

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১২

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড
সিপি ৪, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০ ০৯১, ভারত থেকে মুদ্রিত।

১০০.০০

রাপ্পা রায় ও বাদামি চেয়ার

বাকি টাকাটা কবে পাব?
পরশু! এখন শোকমিছিলের সঙ্গে কাঁদতে-কাঁদতে জায়গামতো চলে যাও! বিরক্ত কোরো না। যত্ত সব!
ভুলু, কোনও গোলমাল করবে না।
রাপ্পার বাড়িতে...
কোথাও বেরোচ্ছ নাকি?
হ্যাঁ, ছবি আঁকতে বেরোব।
বুলুর ছেলের অন্নপ্রাশনে যাওনি? আজ দেখা করে বালাজোড়া দিয়ে আসবে।

দাঁড়ান! পরশু কখন পাব? সকালে না বিকেলে? খুলে বলুন।
XROX
DTP
PHONE
হ্যাঁ, হ্যাঁ যাচ্ছি! ওফ!
ভি মোটর
এই সেই গ্যারাজ!

ইঞ্জিনের গোলমাল থাকলে তিনদিন টাইম লাগবে! কী প্রবলেম?
ধুত্তেরি! হিরে নিতে এসেছি!
রাস্তায় কোথাও দাঁড়াবে না! কারও সঙ্গে বাজে বকবে না। একবার শুধু তেল ভরে নেবে।
হ্যাঁ, তবে তেলের জন্যে পয়সার গল্প নেই! বুঝেছ!
আবার তেল ভরতে হবে!

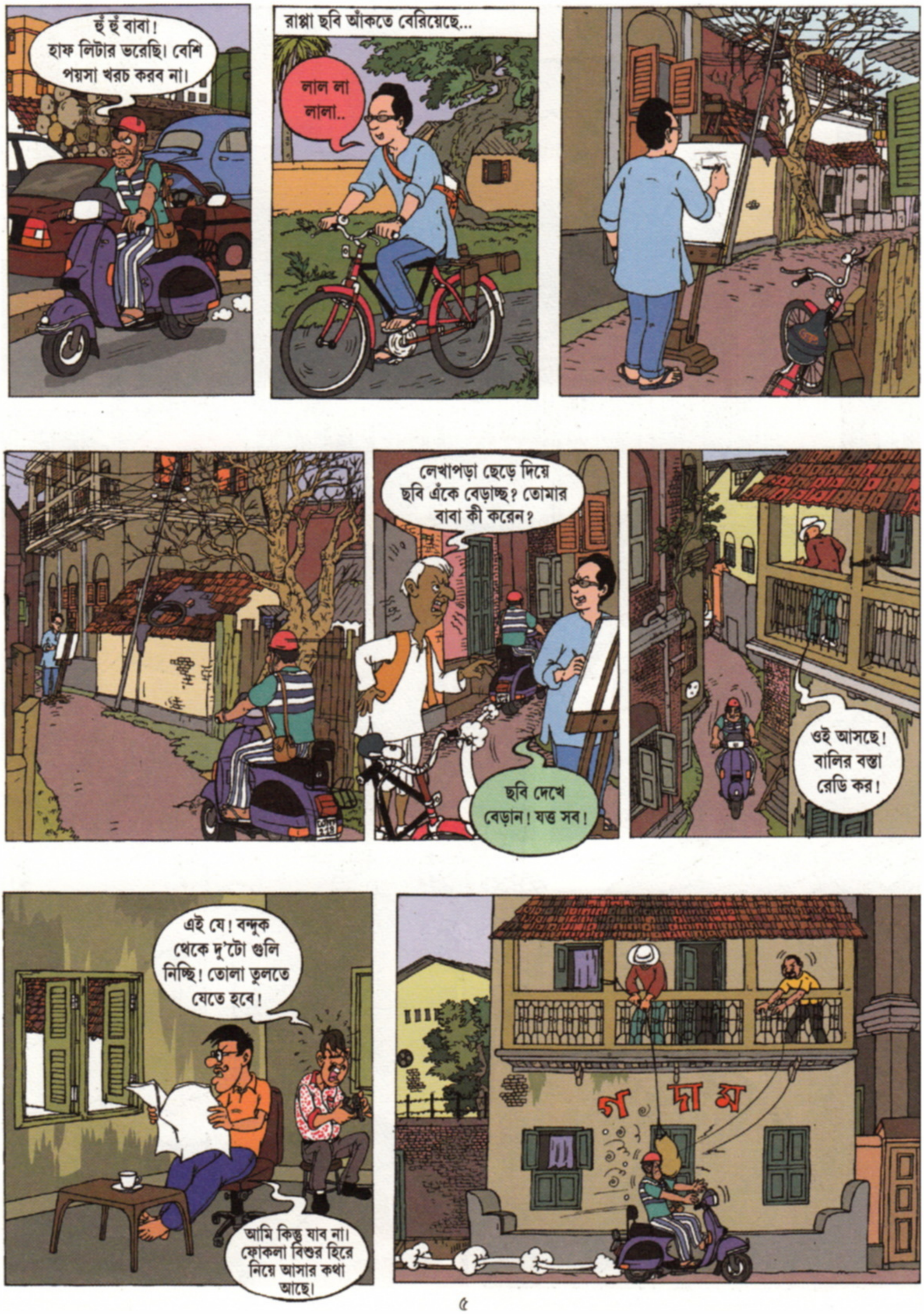
হুঁ হুঁ বাবা! হাফ লিটার ভরেছি। বেশি পয়সা খরচ করব না।
রাপ্পা ছবি আঁকতে বেরিয়েছে...
লাল লা লালা..
লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে ছবি এঁকে বেড়াচ্ছ? তোমার বাবা কী করেন?
ছবি দেখে বেড়ান! যত্ত সব!
ওই আসছে! বালির বস্তা রেডি কর!
এই যে! বন্দুক থেকে দু'টো গুলি নিচ্ছি! তোলা তুলতে যেতে হবে!
আমি কিন্তু যাব না। ফোকলা বিশুর হিরে নিয়ে আসার কথা আছে।
গ দা ম

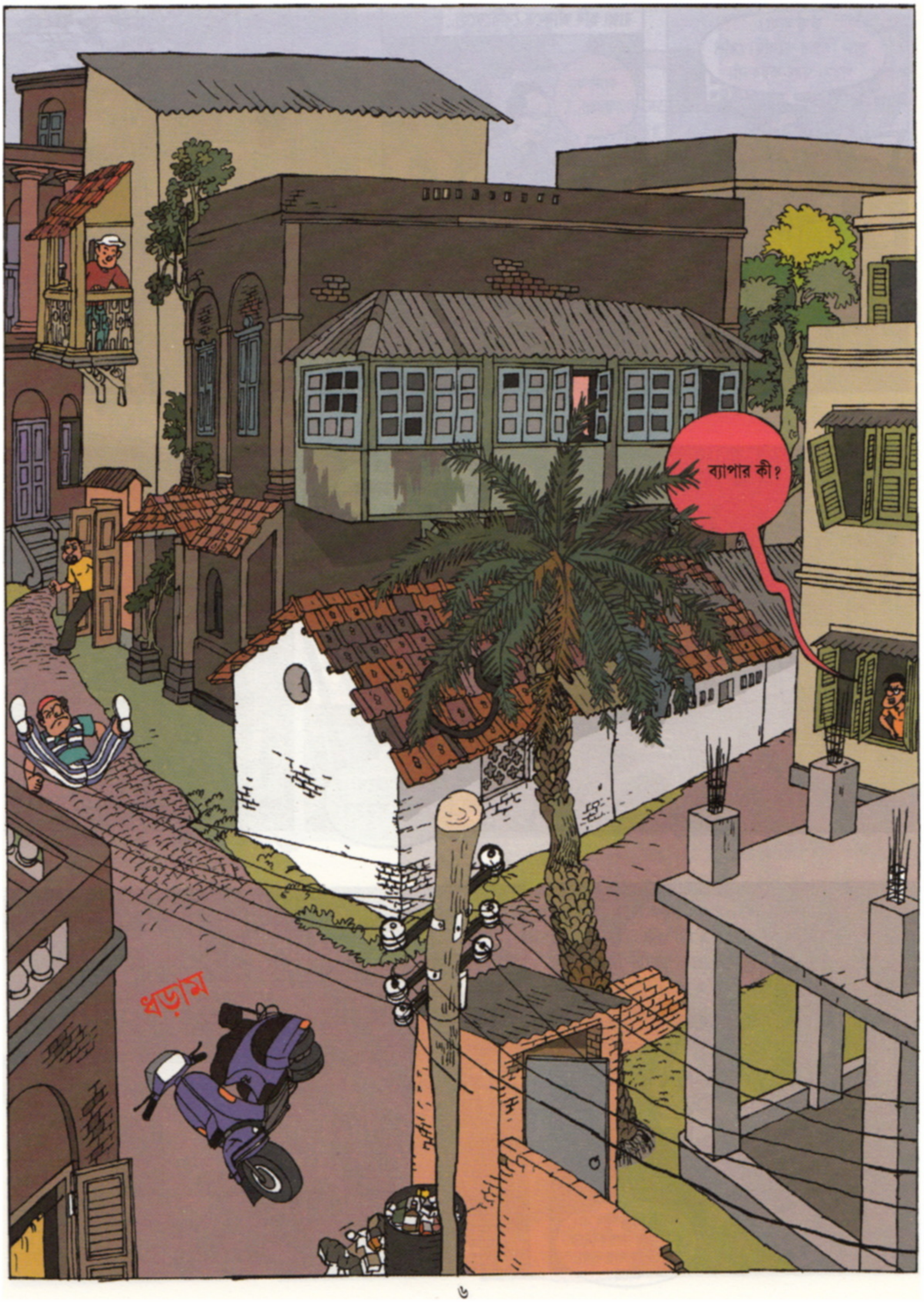
ব্যাপার কী?
ধড়াম

জ্ঞান ফিরলেই লাঠি চালাব।
কী হল? ব্যাগটা নিলেই হবে? হিরেটা পকেটেও থাকতে পারে!
বাপ রে, কী ভারী!
কার স্কুটার ওটা? গিয়ে দেখতে হচ্ছে!
তাড়াতাড়ি পা চালাও
দেখছ তো হোঁতকাটাকে ঘাড়ে নিয়ে দৌড়চ্ছি!
আঃ, হেলমেটটা খুলে যাচ্ছে।
কুড়িয়ে নিই। হিরেটা এর মধ্যেও থাকতে পারে।
কাবলুর লোকেরা আবার টের না পায়। ওফ্‌স!
কাবলুস্যারের গ্যারাজের গাড়ি। নিশ্চয়ই ফোকলা বিশু এসেছে। কিন্তু গেল কোথায়? হিরে নিয়ে পালাবার তালে আছে!

হ্যাঁ, স্কুটার একটা যেতে দেখেছি বটে, কিন্তু কে চালাচ্ছিল খেয়াল করিনি।
দেখে-দেখে ছবি আঁকছ! এদিকে কী দেখছ কিছুই খেয়াল নেই!
এ তো আচ্ছা বদমাশ লোক দেখছি!
কে আবার ফোন করে বিরক্ত করছে?
কী হ্যালো-হ্যালো করছ? আমি কাবলুস্যার বলছি। ফোকলা বিশু গিয়েছে হিরেগুলো নিয়ে? কী? স্কুটারটা আছে, লোকটা নেই? মাথা খারাপ না মজা করছ?
হ্যাঁ, ইয়ে, আশপাশে খুঁজে দেখছি। হ্যাঁ, রাখছি।
দমাম দুম
না, না। এখানে কোনও স্কুটারওয়ালা আসেনি! এখানে আমি থাকি। যাও, ভাগো! যত্ত সব।
দুম
!?

টায়ারটা ফেটে গেল! যাব্বাবা!
!?!!
টুং টাং টিং টুং টাং টিং
Kablu Sir Calling
হ্যাঁ বলুন স্যার, এদিকে একটা মুশকিল...
পবনটা কী আজেবাজে বকছে! নাকি স্কুটারটা গিয়ে বাড়ির সামনে পড়েছে ফোকলা বিশু ছাড়াই! মজা হচ্ছে?
আরে! হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোকা কোথাকার!
!?
পায়ের নখগুলো কাটবে কে? পয়সা তো কিছু কম দেওয়া হবে না।
না, তোমাকে না! শোনো, স্কুটারের হ্যান্ডেলের মধ্যে বড় হিরেটা আটকানো আছে। বের করে নাও। ফোকলা বিশুর ব্যাপারটা দেখছি।
কীসের একটা শব্দ হল, দেখি তো!
এই স্কুটারটার টায়ার ফাটল বুঝি?
তাতে তোমার কী? তোমার তো কিছুই খেয়াল থাকে না!
আরে! এটা আবার কে? খুব খারাপ সময়ে এসে পড়েছে। সাক্ষী রাখা যাবে না।
স্কুটারটার মধ্যেই হিরেটা আছে। তাড়াতাড়ি এসো!

!!
!?
খুট খুট
দু'টো গুলি ছিল! দু'টোই বের করে নিয়েছ! গবেট কোথাকার!
বাপ রে!
কী করব! দিনকাল খারাপ। একটা গুলি নিয়ে তোলা তুলতে যাব!

এই ব্যাটা গোরু, দাঁড়া!
যাক, মূল ছবিটা নষ্ট করতে পারেনি!
ফ্যাচাস

এ দেশের কিস্‌সু হবে না! বিরক্তিকর!
ও পগারপার হয়ে গিয়েছে। আগে স্কুটারটা ভিতরে নিয়ে চলো। অন্য লোক এসে গেলে ঝামেলা হবে!
পিছন থেকে ঠ্যালো।
কাবলুর দলের লোকেরা ভাবতেই পারবে না অপহরণের পিছনে হাবলুস্যারের হাত আছে।
ব্যাটাকে বয়ে আনতে বাত ধরে গেল।

লন্ড্রির বিল, চানাচুরের প্যাকেট... যত্ত সব বাজে জিনিস... ধুস!
চানাচুরের প্যাকেটটা কাটো, শিগ্‌গির!

একটু জোরে ঠ্যালো, টানতে অসুবিধে হচ্ছে।
আমিই তো ঠেলছি! তুমি তো শুধু হ্যান্ডেল ঘোরাচ্ছ!

যা ভেবেছি তাই! চানাচুরের প্যাকেটে হিরে!
চানাচুর

কী রে, হতচ্ছাড়া! ওগুলো তো ছোট হিরে, বড় হিরেটা কোথায়?

শিগ্‌গির স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে এসো! আমার আর তর সইছে না!

স্কুটারটা দাঁড় করাচ্ছ কেন? তার চেয়ে এমনই ধরে থাকো!

ওফ, এমনভাবে কেউ টাইট দেয়? কালঘাম ছুটে যাচ্ছে। ওফ!

ঘোর ঘোর ব্যাটা... ওফ্‌স, ফসকেছে!

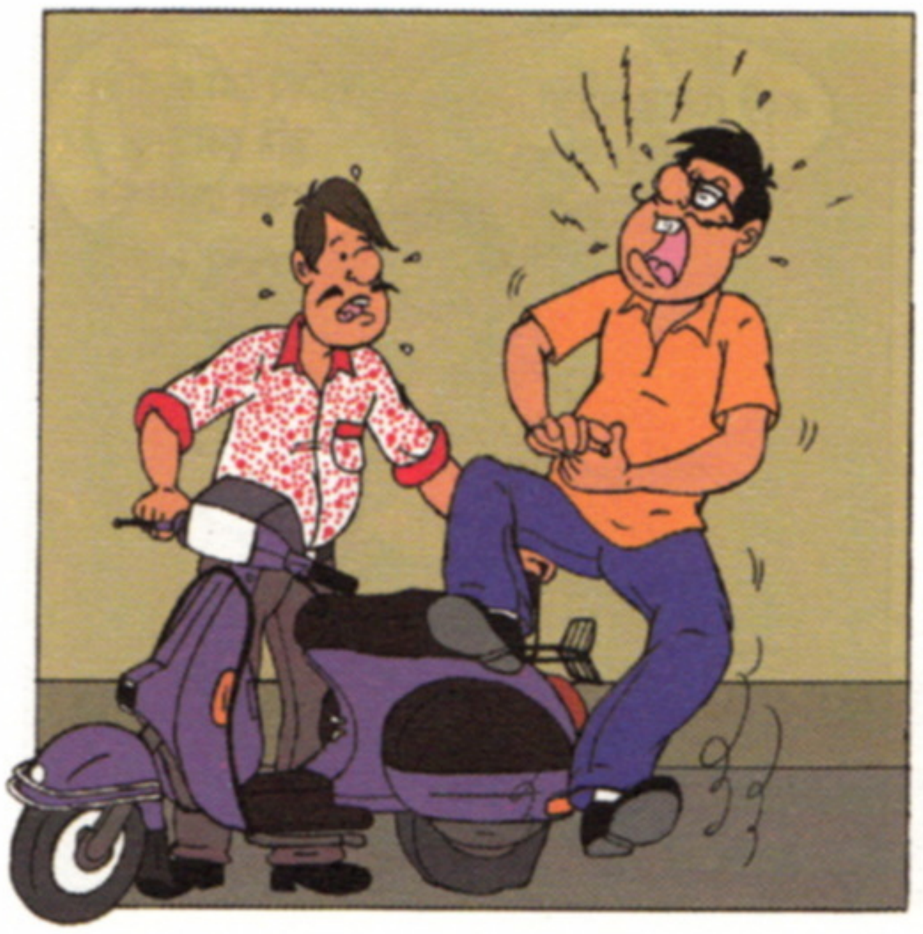

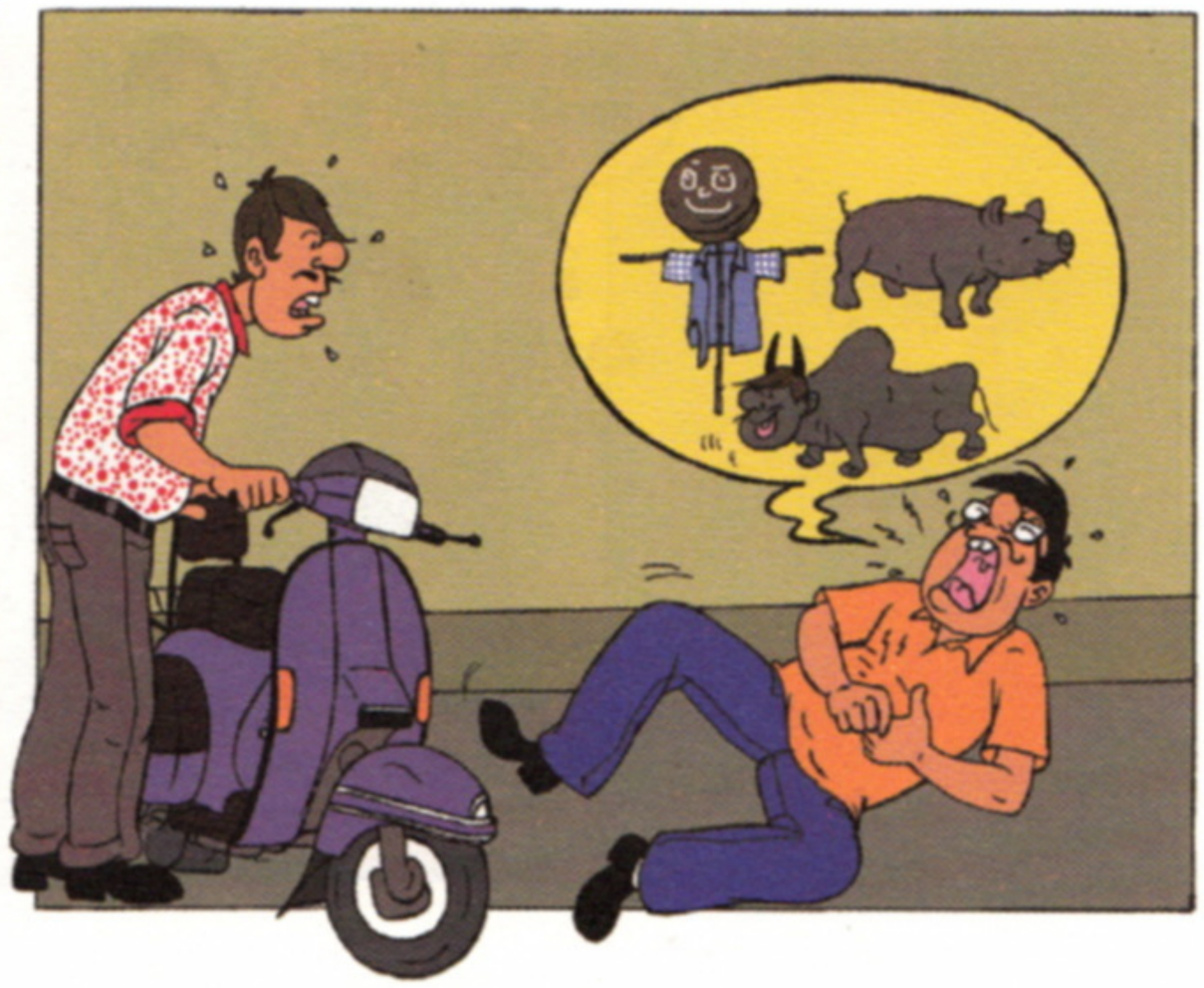

আর্নিকা ৩০ দিতে হবে! এক্ষুনি আনছি!
হাতটা জন্মের মতো ভেঙে দিল। হতচ্ছাড়া!

ধড়াম্
ওরে, বাবা রে!

ওঃ হো! আমিই তো স্কুটার দাঁড় করাতে বারণ করলাম। এবার অ্যালোপ্যাথি খাওয়াতে হবে।
বাবা রে! পা-টা গেল রে... চলে গেল!

পবন আর টনিটা তো আচ্ছা বদমাশ! হিরেটা পেল কিনা জানাবে তো! ফোন করছি, সেটাও ধরার নাম নেই!

হ্যাঁ, বড় হিরেটা পেয়েছি! না, কোনও অসুবিধে হয়নি! তবে, ফোকলা বিশুর খোঁজ পাইনি এখনও!
হ্যাঁ, ও যে কোথায় গেল, কেউ কি ওকে গুম করে দিল নাকি? খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছি।
আবার বুলুদাদের বাড়ি যেতে হবে। আরে, গয়নার বাক্সটা? সর্বনাশ! পড়ে গেল নাকি?
?!
ধুত্তেরি! বলছি বড় হিরেটিরে কিস্‌সু জানি না! আমাকে ওই ব্যাগটা পৌঁছে দিতে বলা হয়েছিল ব্যস!
নিশ্চয়ই গলিতে দৌড়বার সময় পকেট থেকে পড়ে গিয়েছে। বাবা চিবিয়ে খাবেন!
ওই ছবি-আঁকিয়ে চশমা-চোখে ছেলেটা নিশ্চয়ই কিছু জানে!
এখানে তো নেই! তা হলে স্কুটারটা যেখানে পড়েছিল সেখানে যাই।
যেন দেখতে না পায়! যাক, জানলা বন্ধ।
এবার মরবে... ওয়ান... টু...
নির্ঘাত এই লোকগুলো নিয়ে নিয়েছে।

?!

আরে, ওই তো!

এসব মজার মানেটা কী? ছেলেটাকে মেরে দিচ্ছিলাম!
মারার সিদ্ধান্ত নেওয়ার তুমি কেউ নও।
নিজে তো গুলি করতে গিয়েছিলে?
তখনকার কথা আলাদা! আর ছেলেটা নিরীহ যখন, খামোকা গুলি নষ্ট করার দরকার নেই।

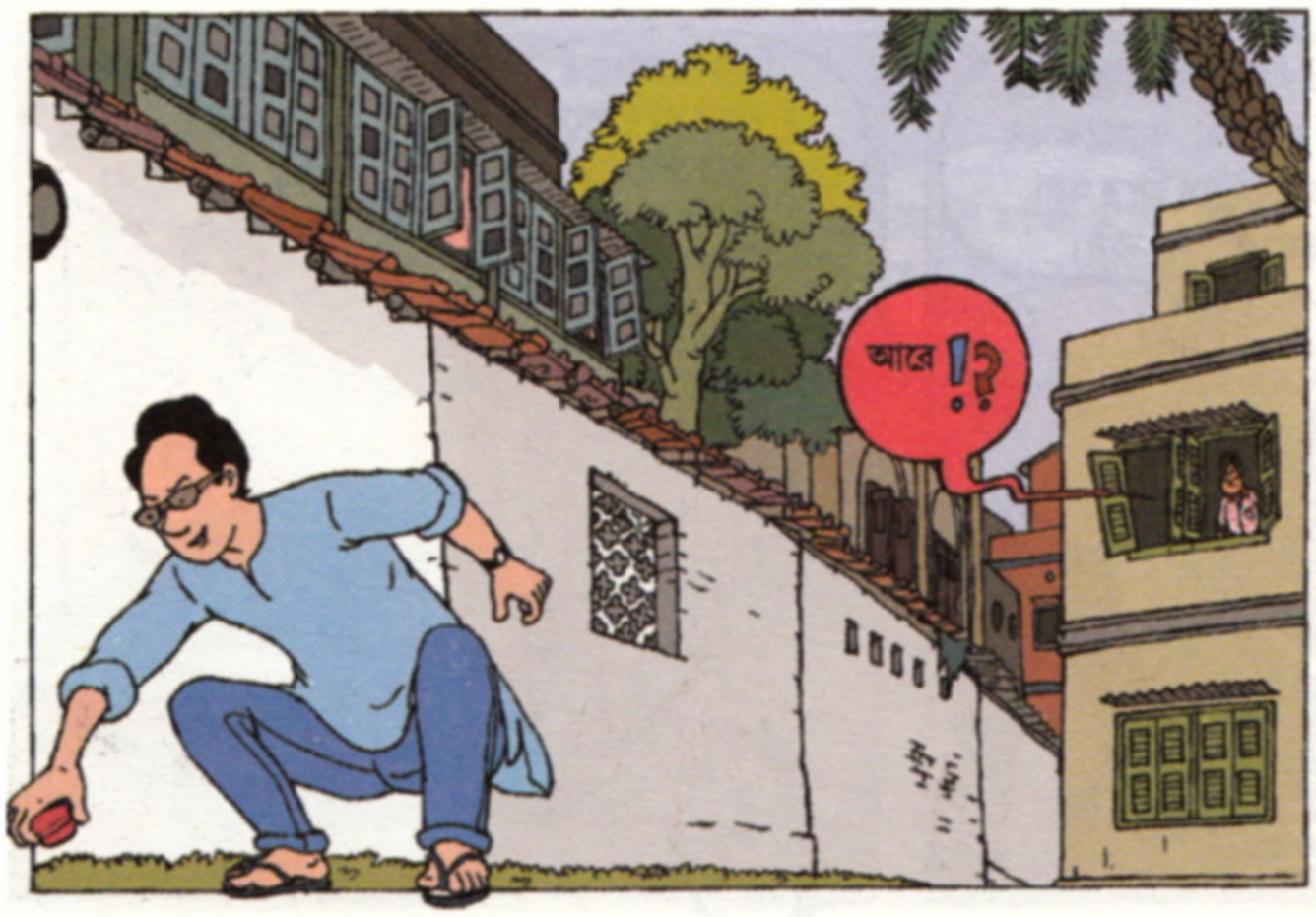
আরে!?

দ্যাখো, ওই তোমার নিরীহ ছেলে কী একটা কুড়িয়ে নিয়ে পালাল!

ওফ, হাতের ব্যথার কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম।
বার রে বাপ, গিয়েছি রে!

বাইক নিয়ে ওর পিছনে গিয়ে ও কাদের দলের লোক জেনে এসো! বোকা কোথাকার।

যাক, গয়নাও তা হলে অক্ষত রয়েছে। কপাল ভালই!

সাবধানে পিছু নেবে, ও যেন টের না পায়, বুঝেছ? আর বেগতিক বুঝলে তবেই গুলি করবে।
তবে গলির লোকগুলো ওখানে কী কীর্তি করে বেড়াচ্ছে সে সম্পর্কে পরে খোঁজ নিতে হবে! ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে হবে না।
তবে গয়নার বাক্স কুড়োবার সময় যে কেউ দেখতে পায়নি, এই ঢের। ওফ!
মা তারা বিল্ডার্স
টনিটা বোকা! মোটরবাইক নিয়ে সাইকেলের পিছনে যাওয়া যায়?

ঝুপ! ঝুপ!
পিছনে কী হচ্ছে? আরে! সেই লোকটা!
এই রে, টের পেয়ে গেল!

গাড়ি চালানো শিখতে হলে মাঠে গিয়ে শেখো না, বোকা কোথাকার!

পবন কুমারকে গালাগাল দেওয়া? ব্যাটাদের একটু ভড়কে দিই!

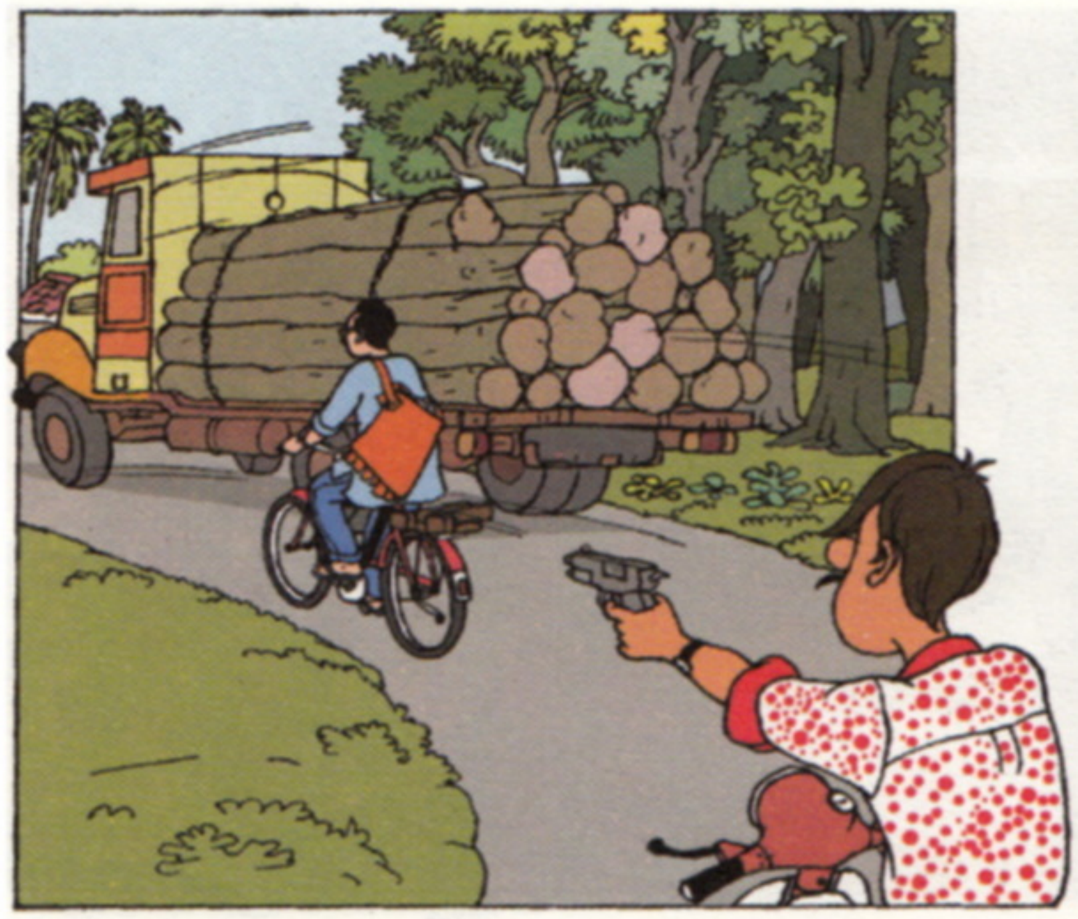

আরে, লোকটা গুলি চালাচ্ছে!

ছেলেটাকেও আর বাঁচিয়ে রাখার দরকার নেই।

মরেচে! জ্যান্ত বাড়ি ফিরতে পারব বলে তো মনে হচ্ছে না!

ধুম
ধুম
ধুম

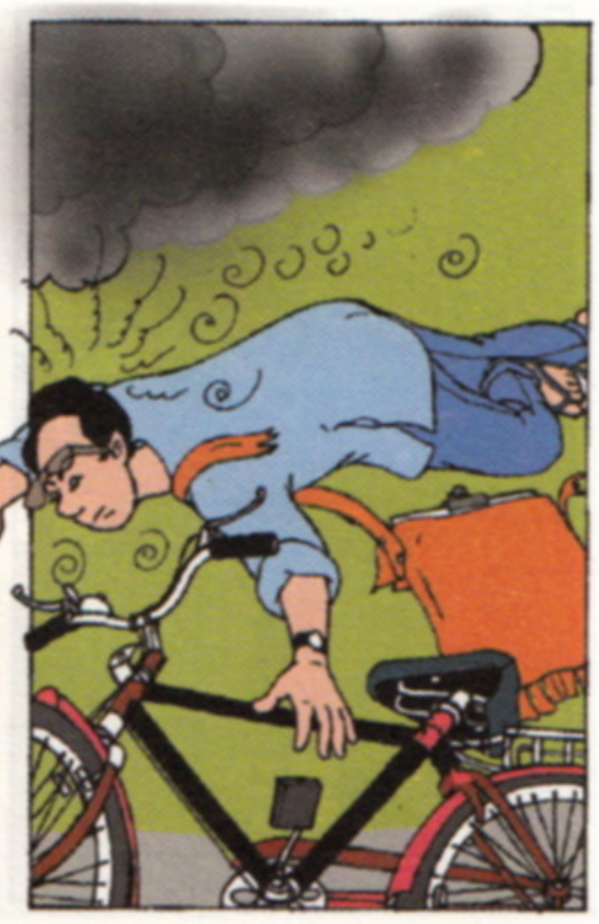

ছেলেটা ছিটকে পড়েছে ওই দূরে! বেচারা বাঁচবে তো?

ছেলেটা কাদের দলের লোক জানা গেল না! ছেলেটাকে মেরেই দিলে!
তেলের ট্যাঙ্ক ফেটে গেলে আমি কী করব?
রাপ্পার জ্ঞান ফিরতেও পারে আবার না-ও পারে। এক্ষুনি কিছু বলা যাচ্ছে না। আই সি ইউ-তে আছে।
কাদের দলের লোক সেটা স্পটে গেলেও জানা যেতে পারে। দেখি!
নিজে সর্দারি না করলে তো ভাত হজম হয় না।
গোঁফ কামিয়ে ছদ্মবেশ পরছ যে! ওখানে যাবে বলে?
না! 'রাবণ বধ' পালায় পার্ট করব বলে পরেছি। হোঁতকা কোথাকার!
না, ছেলেটা মরেনি। তবে, আশঙ্কাজনক অবস্থা। এইমাত্র ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেল।
দ্যাখো তো। চেনেই না অথচ কত উদ্বিগ্ন হয়ে খোঁজখবর নিচ্ছে! পৃথিবীতে আজও কিছু ভাল মানুষ আছে।
হাসপাতালে যেতে হবে। ট্যাক্সি নিয়ে নিই।
সত্যি, যা বলেছ!
ওফ, কী গাল কুটকুট করছে রে বাবা!
EMERGENCY
চলে যেয়ো না। এই গাড়িতেই ফিরব।
আই সি ইউ-তে গিয়ে...
আরে সর্বনাশ! এ কাকে দেখছি!

রাপ্পার কাকা পুলিশের আই জি। দেখতে এসেছেন।
পুলিশের আই জি ওকে দেখতে এসেছেন? ও, তার মানে ও পুলিশের লোক। ওকে মেরে ফেলতে হবে।
ও পুলিশের লোক। সুস্থ হয়ে উঠলেই আমাদের কথা ফাঁস করে দেবে।
তা হলে তো মেরে ফেলতে হবে।

পরের দিন...
আই সি ইউ-তে চার নম্বর ঘরে আছে।
BAH 93
ছোট মেশিনগানটাও নিয়ে যাও! একদম ঝাঁঝরা করে দেবে।
এদিকে...
আই সি ইউ-র চার নম্বর বেডের পেশেন্ট বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। ওকে জেনারেল বেডে দিয়ে দাও।

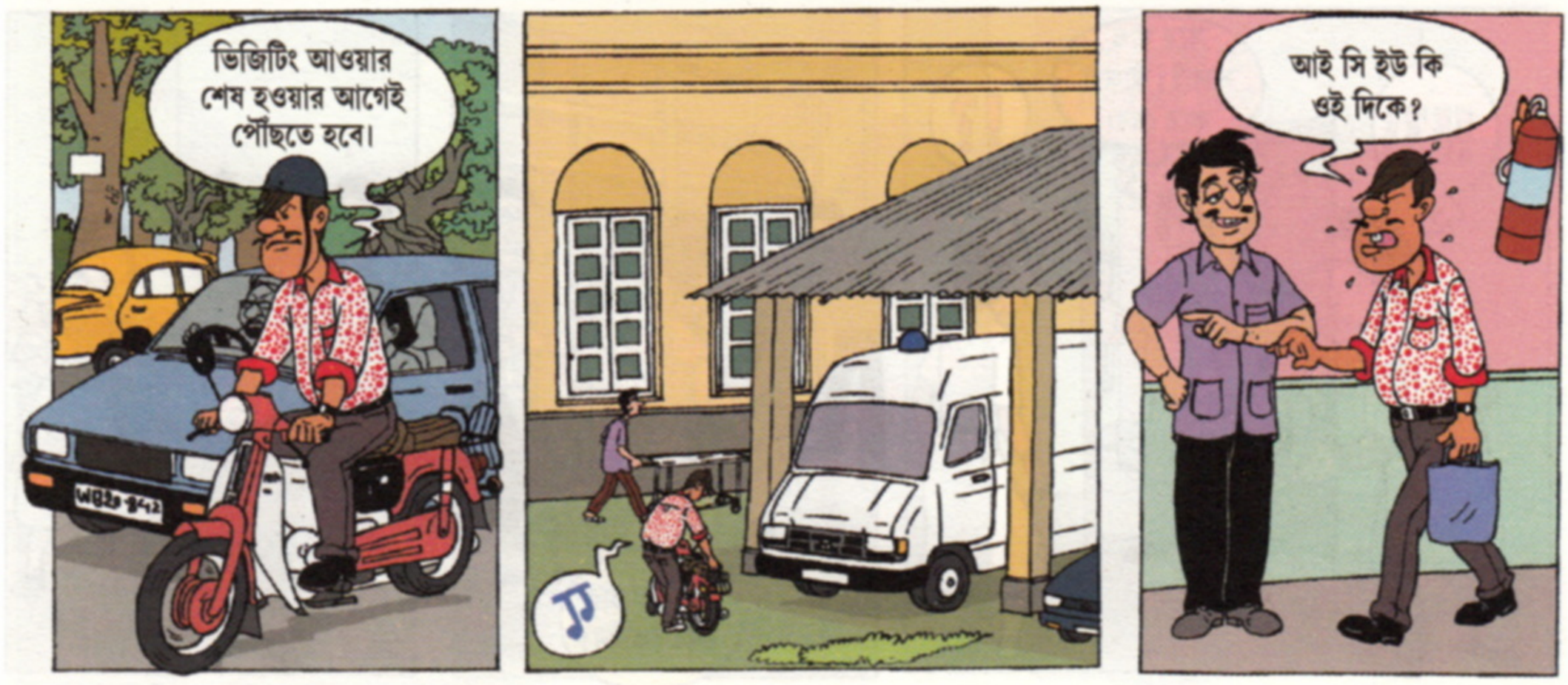
ভিজিটিং আওয়ার শেষ হওয়ার আগেই পৌঁছতে হবে।
আই সি ইউ কি ওই দিকে?

ভিজিটিং আওয়ার শেষ হওয়ার মুখে গুলি করে বেরিয়ে যাব!
আই সি ইউ-তে চার নম্বর বেড খালি আছে। ওখানে একটা রোগী অ্যাডমিট করতে হবে। নিয়ে আসছি।
একেবারে শেষ অবস্থা। যতক্ষণ বাঁচিয়ে রাখা যায় আরকী!
রাপ্পা অপেক্ষাকৃত সুস্থ...
লোকটার গুলি লেগেই ট্যাঙ্কটা ফেটেছে। আগে বাড়ি যাই, তারপর গলির লোকগুলোর ব্যাপারটা দেখতে হবে!
যতক্ষণ না বড় হিরের খোঁজ দিচ্ছিস ততক্ষণ আটকে থাক।
এই বার!
ও আচ্ছা!
আই সি ইউ-র বৃদ্ধকে বাঁচানো গেল না। এইমাত্র এক্সপায়ার করে গেলেন।
!!??
সরে যাও সব্বাই! ঝাঁঝরা করে দেব।
!?
দড়াম
ওই তো চার নম্বর কেবিন!
র‍্যাট্যারাট্যা বুম বুম বুম

জেনারেল বেড থেকে রাপ্পা গুলির শব্দ শুনল!
!!
এই যে ডাক্তার, রোগীর মুখ চাপা দেওয়া কেন?
উনি মারা গেলেন তো এইমাত্র!
তার মানে আপদ বিদেয়?
ফালতু গুলিগুলো খরচ করলাম! ও কে, টাটা!
সরে যাও খুকুমণি। তাড়া আছে!
!
!!!
তিরিশ সেকেন্ড পরে পবন মেঝেয় পড়ল। দু'চোখে তার সরষে ফুল...

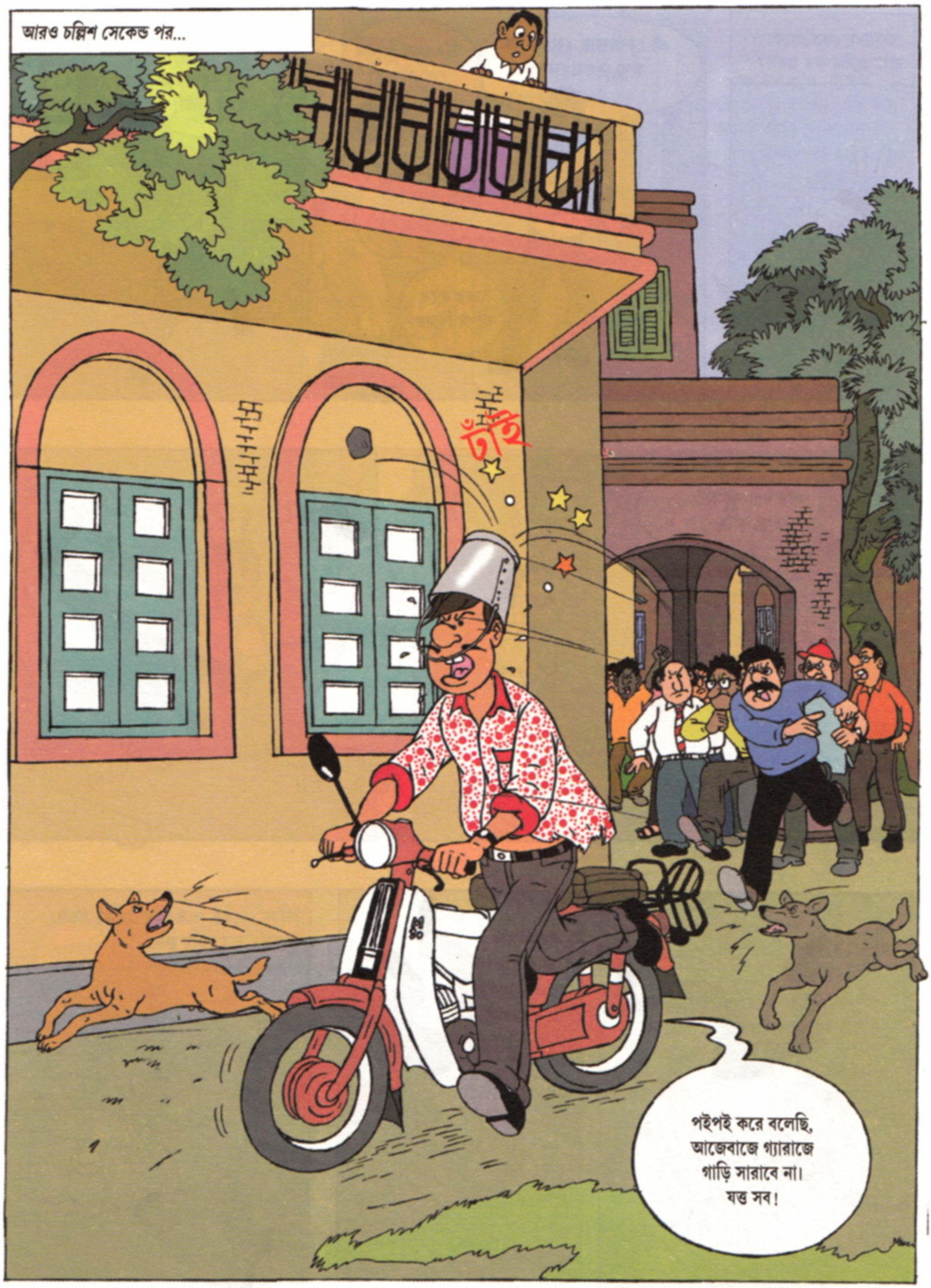
আরও চল্লিশ সেকেন্ড পর...
পইপই করে বলেছি, আজেবাজে গ্যারাজে গাড়ি সারাবে না। যত্ত সব!

গড়ানো অবস্থায় গাড়িটা গিয়ারে ফেলে দেখি! শেষ চেষ্টা...
দাঁড়া, বলছি!
হয়েছে... ওফ...
ভুট ভুট
ভুটর ভুটর
হাসপাতালে গুলিগোলা চলছে কেন বুঝছি না!
!!
কেন গুলি চলছে জানো না ইয়ংম্যান! রাজনৈতিক অস্থিরতা...
বাপ রে বাপ, ছাতা চাই!
কীসের ছাতা? আমি কোনও দলের ছত্রছায়ায় নেই! নিরপেক্ষ!
ছোকরা যে আগেই পটল তুলেছে সেকথা টনিকে বলা যাবে না! বললেই পেমেন্ট কমিয়ে দেবে!

মেরে এসেছি। তবে, একটু প্রবলেম হয়ে গিয়েছিল।
সে তো দেখতেই পাচ্ছি!
ওফ, খুব ধকল গিয়েছে, বুঝলে! আজ একটু আয়েস করে বিরিয়ানি খাব।
হাসপাতালে আই সি ইউ-র বেডে এক বৃদ্ধের মৃতদেহে গুলি চালানো হয়। কারণ অজানা। পুলিশ...
!?

কাকে মারতে কাকে মেরে এসেছ? গবেট কোথাকার! মুরগির ঠ্যাং চিবনো বের করছি!
রাপ্পা ক্রমশ সুস্থ হচ্ছে...
নেহাত কপালজোর, এ-যাত্রায় বেঁচে গেলে! কী আর বলব!

ও পুলিশের লোক! ওর বাঁচা মানেই আমাদের সর্বনাশ। হাসপাতালে পাহারা বাড়িয়েছে।
দু' দিন পর...
আজ আপনার ছুটি। তবে, এখন কিন্তু কমপ্লিট রেস্ট মানে কয়েক দিন আরকী।
সে আর বলতে!
কিন্তু বাড়ি ফিরেই...
রাপ্পা!

উত্তেজিত হোয়ো না। ডাক্তার তোমাকে উত্তেজিত হতে বারণ করেছেন। এক্ষুনি আসছি।
ওদিকে...
খুঁজে দ্যাখো! যদি পকেটে ঠিকানা থাকে!
বড় হিরেটা যদি ওই ঠিকানায় পাওয়া যায়!
ফোকলা বিশুর পাত্তা নেই। গলির ঠিকানা বদলাতে চাই। সম্ভবত পুলিশের লোক আর্টিস্ট সেজে গলিতে ঢুকেছিল।
কাবলুস্যারের অর্ডার, কয়েক দিন অপেক্ষা করতে হবে।
কাকাকে না বললেও লোকাল পুলিশের হেল্প নেওয়া যেতে পারে। গিয়ে দেখি!
থানায়...
বেশ করেছেন। এখানে আসবেন না তো যাবেন কোথায়? তবে কী জানেন, গলির মস্তান ধরা আমাদের কাজ নয়। পুলিশ ফাঁড়িতে যান!
পুলিশ ফাঁড়িতে যাওয়ার পর...
আমাদের ড্রেস ইঁদুরে কেটে দিয়েছে। নতুন ড্রেস না আসা পর্যন্ত কোথাও যেতে পারব না ভাই!
অন্য থানায়...
একদম সময় নেই! পচাডাঙার মাঠে অর্থমন্ত্রী আসছেন। ওখানে খুব জোঁক আর এদিকে অর্থমন্ত্রী অ্যানিমিয়ায় ভুগছেন!
অর্ডার আছে, গামবুট পরে কোদাল দিয়ে জোঁক সরিয়ে ফেলতে হবে।
!!
ওদিকে...
শিগ্‌গির এসো! দ্যাখো! কী পেয়েছি!

পাজামার ভিতরের পকেটে একটা টাকার বান্ডিল!
বাঃ বাঃ বাঃ! দশ-দশটা পাঁচশো টাকার নোট!
কী রে, এত টাকা কীসের? কার পকেট কেটেছিস?
ওসব বাজে কাজ আমি করি না। হিরে পৌঁছনোর আগাম বকশিস।
দাঁত বের করে হ্যা হ্যা করার কী আছে?
হিরে তো পৌঁছতে পারিসনি! অতএব টাকাটাও তোর পাওয়া উচিত নয়!
ধুর, সব অপদার্থ! কাকাকেই জানাব। সন্ধের সময় যাব।
শোনো, আমরা হলাম কাবলুস্যারের ভাই হাবলুস্যারের লোক। হাবলুস্যার অনেক বড় মাফিয়া। আমাদের কথা শুনলে তোমায় জ্যান্ত ছেড়ে দেবে।
তুমি কিন্তু কাবলুস্যারের দলেই থাকবে। তবে কাজ করবে আমাদের দলের হয়ে!
হিরে কেনাবেচার খবর চাই। অনেক টাকা পাবে। বিশ্বাসভঙ্গ করলে মৃত্যু। হাবলুস্যারকে ফোন করি।
স্যার, আপকা ফোন!
টুং টাং টিং টুং টাং টিং!

বারাণসী। হাবলুস্যারের খাসতালুক...

টিং টুং টাং
টিং টুং টাং!

এই নাও ভাই, তোমার হিরেগুলো।
!
ফোকলা বিশুকে ১০ হাজার টাকা দিলে এদিকে আমাদের টাকা কম পড়বে। কিছু টাকা পাঠিয়ে দিন তা হলে।
বিশ্বাস করুন একদম সস্তার হোটেলে খাচ্ছি। আসলে, ট্যাক্সি ভাড়ায় সব বেরিয়ে যাচ্ছে। কাবলুস্যারের লোকদের পিছু নিতে হচ্ছে তো!
হ্যাঁ, মনে রেখো, পাইপয়সার হিসেব লিখে রাখবে। আমি চেক করিয়ে রাখব।

এই যে তোমার পাঁচ হাজার টাকা।
!!
এই নাও আরও ১০ হাজার টাকা।
!!?
টাকা গুনে নাও। আচ্ছা! পরে গুনবে। আগে একটু মিষ্টিমুখ করো।

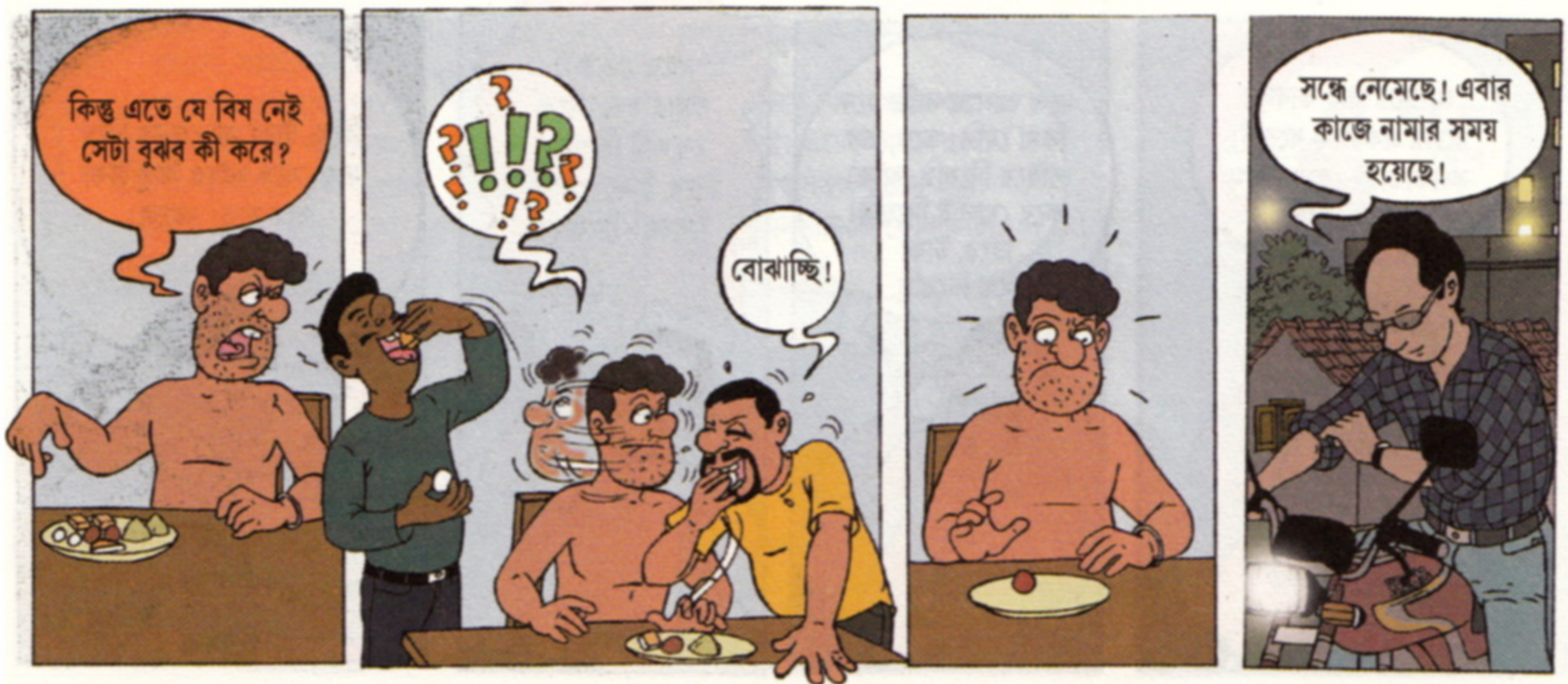
কিন্তু এতে যে বিষ নেই সেটা বুঝব কী করে?
?!!?
বোঝাচ্ছি!
সন্ধে নেমেছে! এবার কাজে নামার সময় হয়েছে!

বাইকটা বন্ধুর গ্যারাজে রেখে ওদের বাসায় যাব!
ও বাবা! একটা ছাড়া সব জানলাই বন্ধ দেখছি!
যেন বাইরে বরফ পড়ছে! ব্যাটারা যে বদমাশ, এর থেকেই বোঝা যায়!
একটা ছোট্ট ফাঁক রয়েছে, দেখি তো!
হিরেটা সিঙ্গাপুরে একজনকে দিয়ে দিলেই আমাদের কাজ শেষ! ছোট হিরেগুলো না পেয়ে আবার কী বলবে কে জানে।
হিরে! ভেরি ইন্টারেস্টিং! ব্যাপারটা আরও বুঝতে হবে!
ওই কথাই রইল। তুমি কাবলুর দলে থাকবে! কিন্তু কাজ করবে হাবলুস্যারের হয়ে। আর গিয়ে বলবে খোকনের দলের লোক তোমায় কিডন্যাপ করেছিল...
তুমি পালিয়ে এসেছ! খোকন কাবলুস্যারের পুরনো শত্রু। এখন ফেরার। ওরা বেনারসে হাবলুস্যারের জিম্মায় আছে। অতএব ওরা তোমার কথার সত্যিমিথ্যে যাচাই করতে পারবে না।
লোক দিয়ে থানায় খোঁজ নিলাম! ফোকলা বিশুকে পুলিশ ধরেনি।
তোমার শত্রুদের কাজ। তোমার তো শত্রুর অভাব নেই। দাদা হাবলুকে পর্যন্ত চটিয়ে রেখেছ!

থামো তো! দাদা আমাকে ইনসাল্ট করেছিল। বাদামি চেয়ারে বসিয়ে দেবে বলেছিল। আমার নামও কাবলুস্যার। সব্বাইকে দেখে নেব।
কে জানে! মনে হচ্ছে হাবলুস্যারের লোকেরাই ফোকলা বিশুকে ধরে গুম করে দিয়েছে।
দাদা আমার ঘেঁচু করবে! বেনারস থেকে কলকাতায় লোক পাঠিয়ে এসব করার সাহস পাবে না।
কে জানে! হাবলুস্যারের আন্ডারে থেকে কলকাতায় ব্যবসা চালালেই ভাল হত।
তোমার কথায় নেচে হাবলুর দল থেকে বেরিয়ে এলুম। ছেলেপুলে নিয়ে পথে না বসতে হয়!
ছেলেপুলে ছেলেপুলে কোরো না তো! শুধু নিজেরটা ভাবো।
ব্যস, কথা হয়ে গেল! তোমাকে এক্ষুনি গলির মুখে ছেড়ে দিচ্ছি।
আরে, কে ওটা?
কে তুই? কোন দলের স্পাই? তুই কি পুলিশ?
অ্যাই, নাম শিগগির!
আরে, জানলার বাইরে কার গলার শব্দ?

আমি ফোকলা বিশু!
আশ্চর্য!
ফোকলা বিশু! সে কী!
জানলাটা খোলো শিগ্‌গির!
দাঁড়াও! গোলমাল থাকতে পারে। টুলফুলগুলো সবাই!
ওয়ান... টু...
থ্রি!
তোমার হাতে বন্দুক কেন? দরজা দিয়ে এসো!
আরে! এ দু'টো তো রাম ভিতু! টুকিটুকি খেলার জন্য জানলায় টোকা মারিনি রে বাবা!
একটা স্পাই ধরেছি! ওফ!

তোমায় কিন্তু মরতে হবেই! না হলে আমরা বাঁচব না!

দুম

আ... আ... আ... আ...

ওফ! এক গুলিতেই সাবাড়!
অন্ধকারে হেভি টার্গেট করেছ তো? জিও গুরু!
গুলিটা লাগল কোথায়? কোমরে, নাকি মাথায়?

গদাম
ওমা, ও তো দৌড়ে পালাচ্ছে!
গুলি লাগার অভিনয় না করলে আরও গুলি চালাত।

এক হাতের বেশি দূর থেকে গুলি ছুড়লেই তোমার বিদ্যে বেরিয়ে যায়।
এদিকে ফোকলা বিশু বেহুঁশ হয়ে গিয়েছে।
চললে কোথায়? ফোকলা বিশুকে ধরো!
ও মরুক গে! আগে এই পুলিশের স্পাইটাকে মারব। এসো।

সোজা রাস্তায় গেলে গায়ে গুলি লাগার চান্স বেশি!
বাগানের রাস্তা ধরেছে! ওই যে!
সেই যে হাসপাতাল থেকে ফিরে বাইক নিয়ে বেরোল, এখনও ফেরার নাম নেই। আজ বাড়ি আসুক...
গাড়িতে করে পালাল!
চিন্তা নেই, আমরাও গাড়ি করে যাব।
গাড়িটা আমাদের দিবি, নাকি দানাদার খাবি?
মনে হচ্ছে ওরা পিছু নিয়েছে। ভাই, একটু স্পিড বাড়ান।

আঃ, এই সময় আবার ফোন বাজাচ্ছে কোন হতভাগা?
Kablu Sir Calling
হ্যাঁ, ফোকলা বিশু অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আপনি মোটাভুরুকে নিয়ে আমাদের ডেরায় চলে যান।
আমরা পুলিশের স্পাইটাকে তাড়া করেছি।
আমরা স্পাইটাকে সাবাড় করে তারপর ফিরছি।
ড্রাইভার দাদা, আপনার মোবাইলটা একটু ব্যবহার করতে পারি?
কাকা, আমি রাপ্পা। এক'টা ঠিকানা বলছি, সেখানে ফোর্স নিয়ে চলে যাও! বাজেয়াপ্ত করার মতো অনেক কিছু পাবে। পরে সব বলব...
ফোকলা বিশু এ ক'দিন ছিল কোথায় জানতেই হবে!
ক্যারম খেলাটা হল না আজ! আইজির ভাইপো নাকি ডাকাতের আস্তানার সন্ধান দিয়েছে। বেরোতে হচ্ছে।
ওফ! ওর ভাইপো যেন শার্লক হোমস।
নাঃ, প্রায় ধরে ফেলেছে। কী যে করি?

JESOP

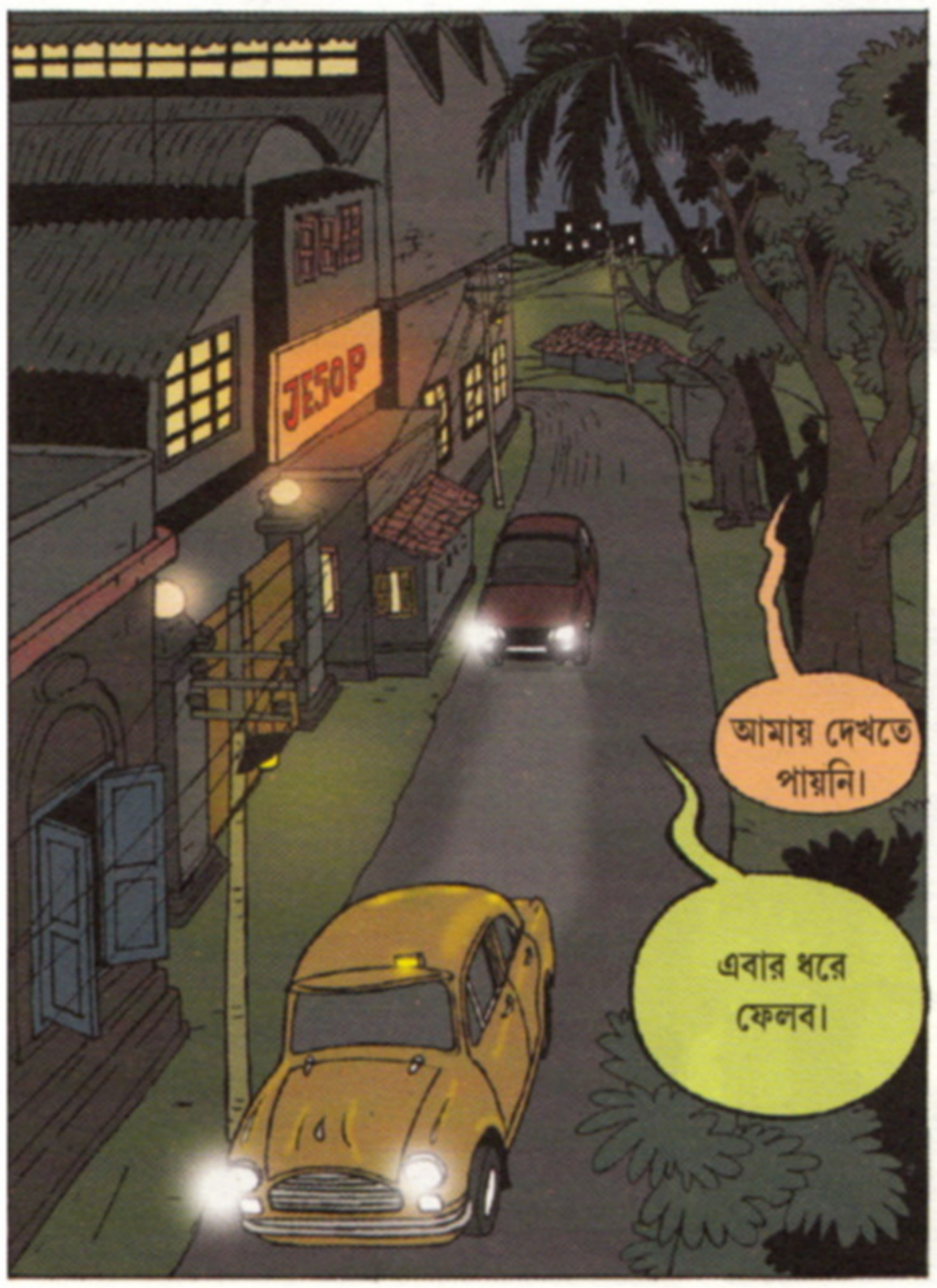
JESOP
আমায় দেখতে পায়নি।
এবার ধরে ফেলব।

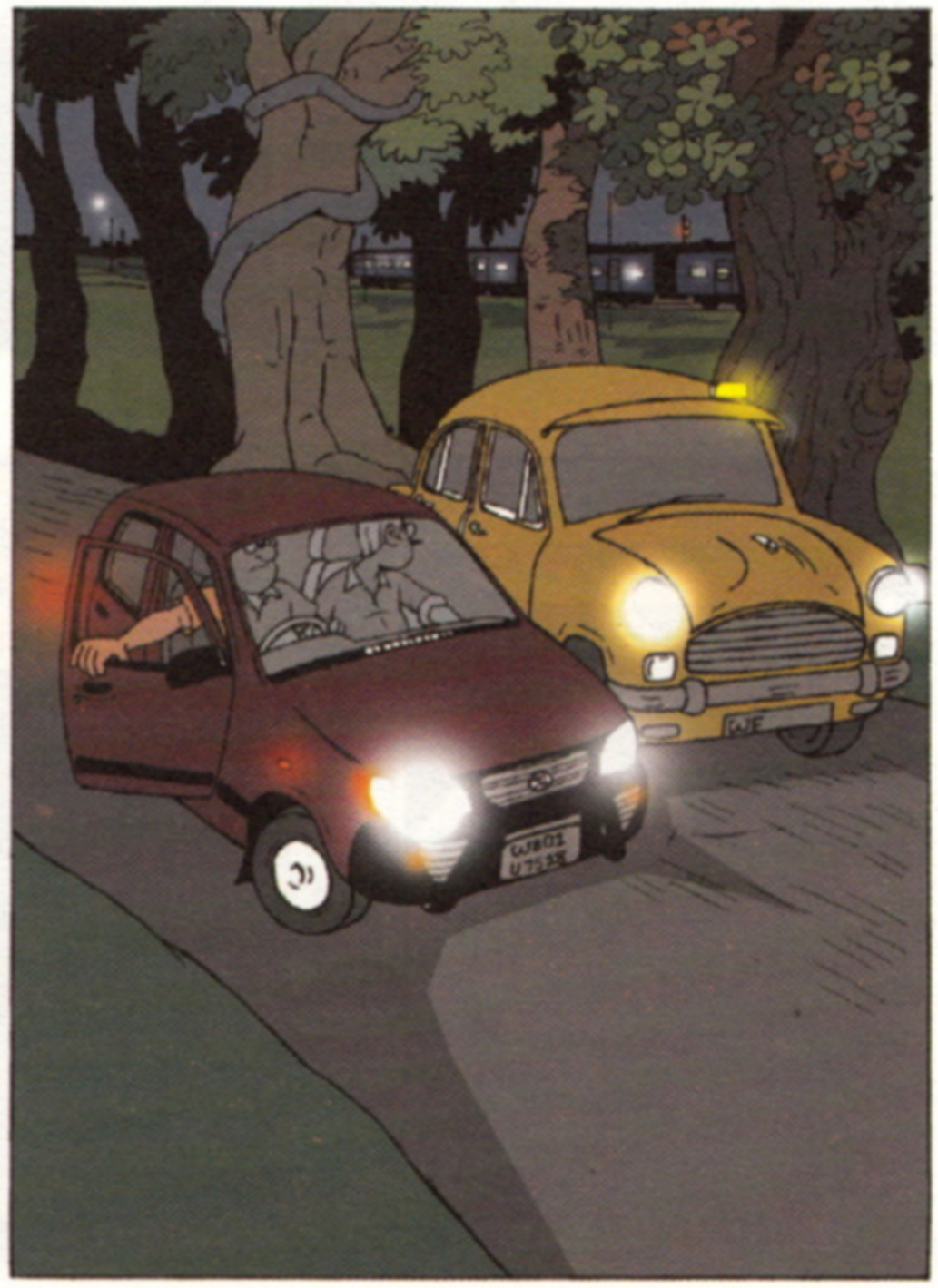

মেরো না বলছি। বাঁ দিকে নেমে রেললাইনের দিকে পালিয়েছে!
ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে। লাইনটা যে পেরোব তার উপায় নেই।
দুম দুম
এ কী! আপনি বাইরে থেকে উঠে এলেন যে?
না, না, গুলির শব্দ শুনে নেমে দেখতে গিয়েছিলাম।
কী দরকার মশাই ওসব ঝামেলায় যাওয়ার!
ও ব্যাটা এই ট্রেনটায় উঠে পড়েছে। শিগ্‌গির এসো।
এই করতে গিয়ে ট্রেনে কাটা না পড়ি!
টনি, ট্রেন যে ছেড়ে দিল! কী হবে?
ঘাবড়াও মাত পবন!
এদিকে...
গলিটার চারদিক একদম ঘিরে ফ্যালো। তারপর আমরা বাড়ির দরজার দিকে এগোব।
ও কে স্যার।
করাতটায় ধার কমে গিয়েছে, তবু খানিকক্ষণের মধ্যেই ভিতরে ঢুকব।

পুলিশ গলিতে পৌঁছবার পর...
একটা স্কুটার আসছে! সকলে লুকিয়ে পড়ো।
বিশু, যিশু, চৈতন্য, কোনও ব্যাটাই নেই! টনিটা গুল মারল
ওফ! ছোকরার গায়ে জোর ভালই! মাথাটা এখনও বনবন করে ঘুরছে! কী কপাল! শুধু মার খেয়েই চলেছি।
কাদের হাতে ধোলাই খাচ্ছ! এ ক'দিন কোথায় ছিলে তুমি?
কাবুলু স্যার!
ঠিক করে বলো কারা তোমায় আটক করেছিল নাকি তুমি নিজেও ধান্দাবাজি করছ?
তুমি তো জানো কাবলুস্যার কাউকে ছেড়ে কথা বলে না!
সকলকে পজিশন নিতে বলো! কুখ্যাত স্মাগলার কাবলুকে ধরার এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।
হ্যান্ডস আপ! একদম চালাকির চেষ্টা করবে না ঘিরে ফেলা হয়েছে।
কতক্ষণ এভাবে ঝুলব?
যতক্ষণ না ট্রেনে কাটা পড়ছ...

এত সহজে এভাবে তোমাকে পেয়ে যাব ভাবিনি কাবলু!
তুমি মোবাইলে কী খুটখুট করছ?
এরই ফাঁকে ব্যাটা আবার কাকে এস এম এস করছিল?
বুকপকেট কাঁপে কেন?
মোটাভুরুর এস এম এস, 'ধরা পড়ে গিয়েছে!'
সর্বনাশ! মোবাইলের সিমটা খুলে ফেলে দাও!
এইভাবে এক হাতে সিমকার্ড খোলা যায়? ধুস!
যাঃ! পড়ে গেল!
মোবাইলটাই ফেলে দিলে! বিচ্ছু কোথাকার!
কাবলুস্যার ধরা পড়ল মানে কলকাতায় আর ফেরা যাবে না। কেন যে মরতে হাবলুস্যারের দল থেকে বেরিয়ে কাবলুর সঙ্গে ভিড়লুম! এখন আপশোস হচ্ছে!
কিন্তু পুলিশে খবরটা দিল কে?
এই হতভাগা স্পাইটা! আবার কে?
তা হলে ওকে মেরে এই ট্রেনে করেই কোথাও চলে যাব!
না! এটা বিভূতি এক্সপ্রেস! বেনারসে যাচ্ছে। এটায় করে গিয়ে হাবলুস্যারের খপ্পরে পড়ি আর কী! বাদামি চেয়ারে বসতে হবে।
ওকে না মারলে আমরাও ধরা পড়তে পারি। ওকে মেরে আমরা মাঝপথে কোথাও নেমে যাব। এবার ভিতরে ঢুকব।

মরেচে!

একটাও আপার বার্থ খালি নেই, ধুস!

এখনই ফায়ার করব তো!
তোমার মাথায় কি পুরোটাই গোবর?

ট্রেনের মধ্যে গুলি চালিয়ে পাবলিকের পিটুনি খাব কেন? ছোরাটা কাজে লাগাব!

বাথরুমে ঢুকে পড়ি! এ ছাড়া উপায় দেখছি না।

কোনও বার্থেই নেই। তন্নতন্ন করে খুঁজে এলাম!
বাথরুমগুলো দ্যাখো! খেয়াল রাখো কোন বাথরুম অনেকক্ষণ বন্ধ!

ঘণ্টা দুয়েক পর...
আরে!
এই বাথরুমটা অনেকক্ষণ বন্ধ!
তার মানে ব্যাটা এখানেই আছে। কোনও স্টেশনে গাড়ি থামলেই ব্যাটা বেরোবে তখনই মারব।

পবন আর টনি এই রাতদুপুরে ট্রেনে বন্দুক হাতে কী করছে? ট্রেন ছাড়ার সময় তো ব্যাটাদের দেখিনি। ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে...

হাবলুস্যারকে জানাই।

কী ব্যাপার নকুল, এই রাতদুপুরে! অ্যাঁ? পবন আর টনি? ট্রেনে উঠেছে বন্দুক হাতে?

কাউকে মারতে উঠেছে মনে হচ্ছে! হ্যাঁ! আমার ক'টা লোক ট্রেনে আছে!

তা হলে শিকারি এবং শিকার সবসুদ্ধ তুলে নিয়ে এসো। পবন আর টনিকে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি পেতেই হবে!

এদিকে বাথরুমের মধ্যে...
ট্রেনের স্পিড কমছে। স্টেশন আসছে মনে হচ্ছে। এই সুযোগে নেমে পিঠটান দিতে হবে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখি!
কোথায় যাচ্ছ স্পাই বাবাজি? তোমার খেলা শেষ! হে হে!
বন্দুক ফেলে দাও টনি। তোমাকে আর পবনকে হাবলুস্যার ডেকেছে। হাজার হোক, তোমাদের পুরনো বস বলে কথা!
এই ট্রেনটা বেনারস যাচ্ছে। তবে তোমরা যাবে বাই রোডে। কারণ, তোমরা স্পেশ্যাল গেস্ট!
হাবলুর শাগরেদ নকুল ফোন করেছিল। এক্ষুনি তিনটে লোককে ট্রাকে করে বেনারস নিয়ে যেতে হবে।
তুমিও চলো! না হলে পেটে দানা ভরে দেব।
কী যে হচ্ছে!
সোজা হাবলুস্যারের আস্তানায় চলে যাও!
মাঝরাত গড়িয়ে সকাল হতে চলল! রাপ্পার কোনও খবর নেই!
ইচ্ছে করে খবর না দিলে চাবকে ছাল তুলে নেব!

কুখ্যাত স্মাগলার পুলিশের জালে

কাবলু রাপ্পা রায়

নিজস্ব সংবাদদাতা: গতকাল রাত্রে কুখ্যাত স্মাগলার কাবলু পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ এক গোপন আস্তানা থেকে তাকে এবং মোটাভুরু নামে এক খুনিকে গ্রেফতার করে। পুলিশকে খবর দেয় আই জি এস রায়ের ভাইপো রাপ্পা রায়। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে রাপ্পা বলে ছেলেটি তারপর থেকে নিখোঁজ এবং কাবলুর দলের দু'-একজন এখনও পলাতক।

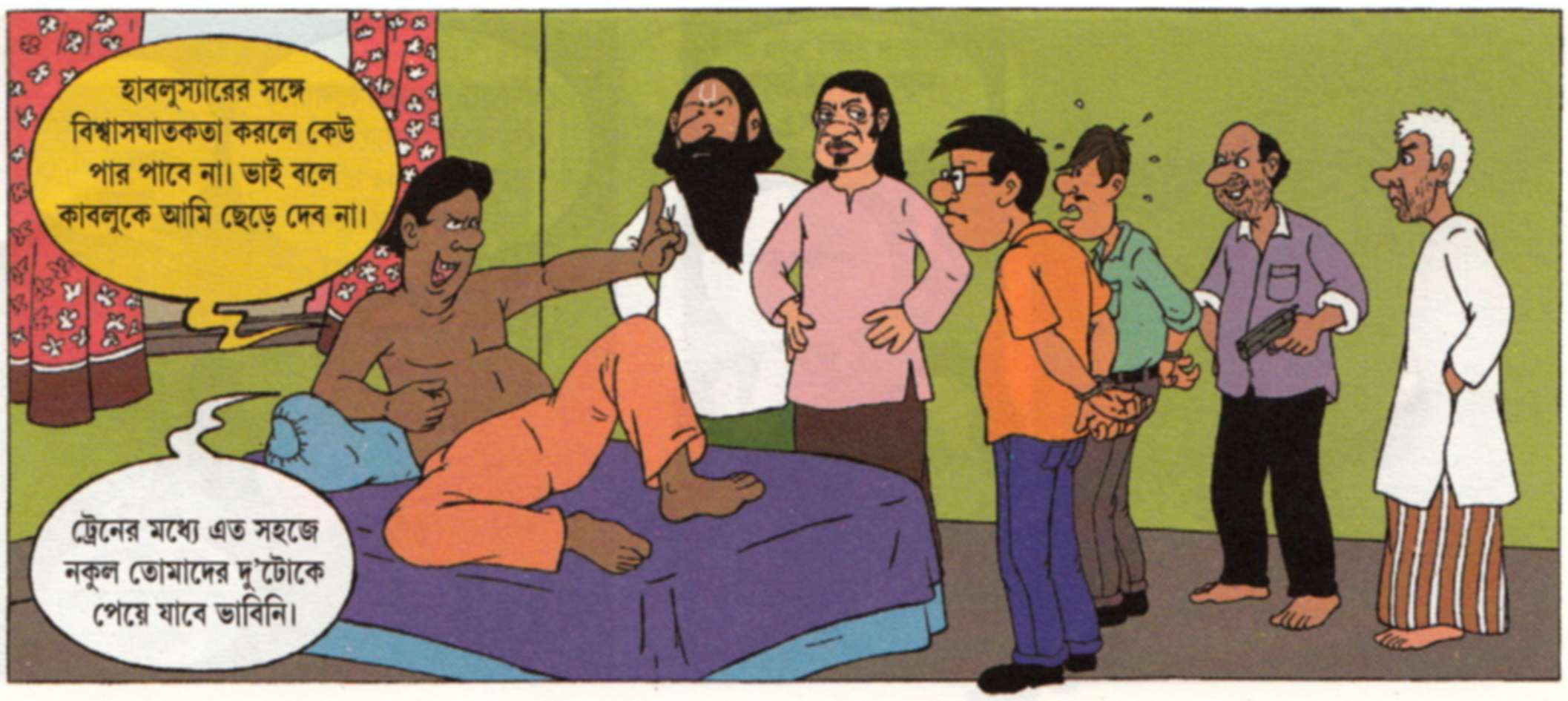
হাবলুস্যারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে কেউ পার পাবে না। ভাই বলে কাবলুকে আমি ছেড়ে দেব না।
ট্রেনের মধ্যে এত সহজে নকুল তোমাদের দু'টোকে পেয়ে যাবে ভাবিনি।

দয়া করে বাদামি চেয়ারে বসাবেন না। একটা সুযোগ দিন!
কলকাতা থেকে ডনের ফোন আসে...
হ্যাঁ ডন বলো! অ্যাঁ, বলো কী? কাবলু আর মোটাভুরু এবং আরও কয়েকজনকে পুলিশ ধরেছে?
অ্যাঁ, পবন আর টনিকে পুলিশ ধরতে পারেনি? হা হা হা! হো হো!
হাসছেন কেন স্যার? ভুল কিছু বলে ফেলেছি কি?

কুচ্ছরাজ ঘাট
টনি আর পবন আমার সামনে দাঁড়িয়ে। বিশ্বাস না হয় বেনারসে চলে এসো।
রাপ্পা রায়ও কি চোরাই হিরের ব্যাবসায় যুক্ত ছিলেন?
রাপ্পা রায়ের লাশ কি পাওয়া গিয়েছে?
জানি না। আপনারা বিদেয় হোন।
এ ব্যাটারা না খাইয়ে মারার চক্রান্ত করছে নাকি রে বাবা?

আমার এখানে বিশ্বাসঘাতকদের একটাই শাস্তি, বাদামি চেয়ার।
স্যার, আপনিও বাঙালি, আমরাও বাঙালি। এবারের মতো ছেড়ে দিন।
চোপ। কাবলুর সঙ্গে আলাদা দল করার সময় বাঙালিয়ানা কোথায় ছিল? নচ্ছার কোথাকার!
চলো হে! এবার তোমার পালা! তোমার জন্যেও ওই একই শাস্তি, বাদামি চেয়ার।
এখানকার পুলিশের আই জি'র ভাইপো বললে কি এরা জ্যান্ত ছাড়বে? নাম, ঠিকানা সমস্ত উলটোপালটা বলতে হবে। দেখা যাক!
বাদামি চেয়ারে বসলেই স্বর্গে চলে যাবে।
ভুল নাম, ঠিকানা বলার পর...
তা হলে তোমার নাম রবিন। তুমি আমাদের দলে কাম করতে চাও? বেশ! তবে, তোমার নাম, ঠিকানা ভুয়ো কিনা আমি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই জেনে যাব। আর...
তা মিথ্যে হলেই মৃত্যুদণ্ড। অ্যাই, এখন এটাকে নিয়ে যাও! আর হাতের বাঁধনটা খুলে কোনও একটা ঘরে আটকে রাখো।
গুল মেরে মৃত্যুদণ্ডটা পিছনো গিয়েছে। কিন্তু ঠেকানো যাবে না।
কী যে করি! বাঁচার কি কোনও রাস্তা নেই?

ছেলেটা হ্যান্ডসাম আছে। সাচ্চা ছেলে হলে দলের স্ট্রেন্থ বাড়বে। এরকম ইনোসেন্ট মুখওয়ালা ছেলে একটা দরকার ছিল।
সেই মতো...
শোনো, তোমার একটা ট্রায়াল হবে। একটা সুটকেস জায়গা মতো পৌঁছে দিতে হবে। আমাদের লোক নজর রাখবে। রাস্তায় কোনও চালাকি করলে ওখানেই গুলি করে মেরে দেবে।

শেষে কিনা চোরাই মাল পাচার করতে হচ্ছে!
কেন যে মরতে ওই গলিটায় ছবি আঁকতে গিয়েছিলাম! ওফ!
হ্যাঁ, নজর রাখছি।
একটা উপায় বের করতেই হবে। দেখা যাক।

চুনার যায়েগা ভাইসাব?
কলকাতায়...
কাবলুকে ভয় দেখিয়ে রাপ্পার কথা জানতে চেষ্টা করছি।
কোথায় যে গেল!
ধুত! রাপ্পাটাপ্পা নামে কাউকে চিনি না। জন্মে ওরকম কোনও নামও শুনিনি।

হর হর মহাদেব নাথ
ও লেড়কা অটোসে যা রহা হ্যায়। উস্‌কে বাত ফলো করনা হ্যায়?
নজর রাখবে। বেগতিক দেখলেই মেরে দিয়ে সুটকেসটা নিয়ে চলে আসবে।
স্যার, ডন আর ছোটুয়া কলকাতা থেকে এসে পড়েছে।

ধুস, কলকাতায় ভালই ছিলাম। বেনারসে আসা মানেই আবার গোরুর মতো খাটতে হবে।
ডন আর ছোটুয়াকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। জরুরি মিটিং আছে। নতুন ছেলেটার ফোটোটা দেখাই।
ল্যাপটপটা কেউ দিয়ে যা।
এ কী!
একে দলে নিয়েছি। এর নাম রবিন! কলকাতায় লোক দিয়ে এর সম্পর্কে সব তথ্য চাই। কালকের মধ্যে।

আরে, এটা তো সেই পুলিশের ভাইপো। রাপ্পা রায় না কী যেন নামটা। ওই তো ইনফরমেশন দিয়ে কাবলুকে ধরিয়ে দিয়েছে। কাগজে ফোটোও দিয়েছিল। সেই ছেলেটাই।
শোনো, ফলো করতে হবে না। ওকে ধরে নিয়ে চলে এসো। ওকে বাদামি চেয়ারে বসাতে হবে।
উস্‌কো পাকড়াকে লে আতা হুঁ।
ওদিকে কলকাতায় কী হচ্ছে কে জানে...

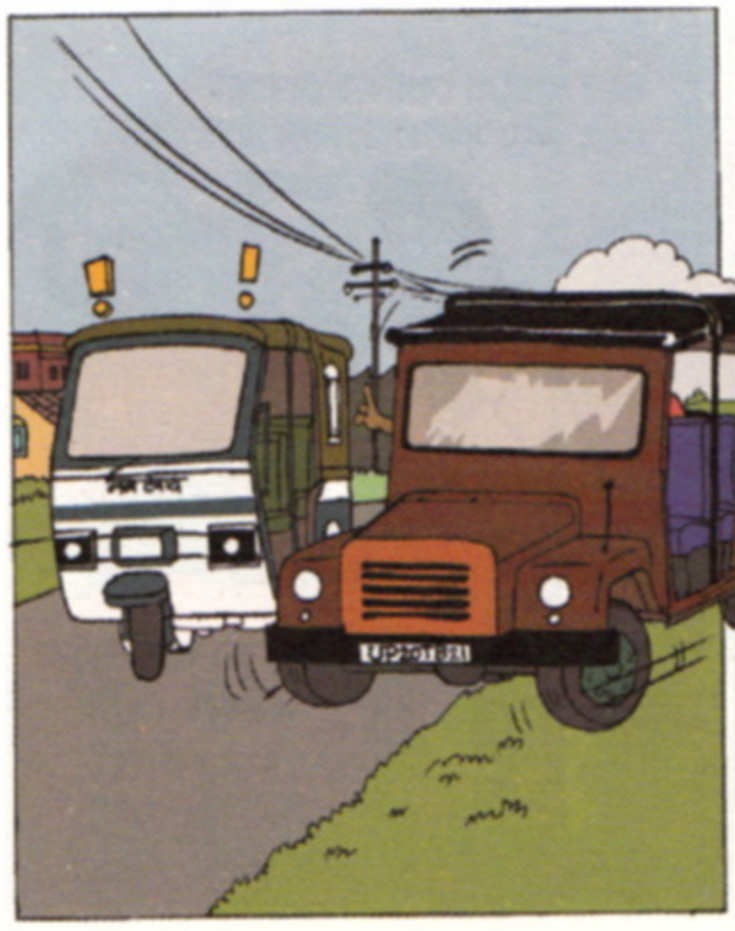

আজ লাঞ্চে তুমি বাদামি চেয়ারে বসে হাই ভোল্টেজের কারেন্ট খাবে। বুঝলে হে?

তারপর পিছনের পাতকুয়ো দিয়ে তোমার যথার্থ গঙ্গাপ্রাপ্তি হবে।

বারাণসী হল তীর্থস্থান। এখানে মৃত্যু সৌভাগ্যজনক।
নাঃ, সব শেষ!
খ্যাচ-
!!
ব্যাদাম
দুম করে শব্দ হল কেন? এরকম তো হওয়ার কথা নয়।
তাই তো!
ওদিকে...
কাবলুর সঙ্গে আর কারা-কারা ছিল খোঁজ নিন। একটা করে দিন যাচ্ছে আর মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে।
ভিতরে ঢুকে দ্যাখো কী হল! ক্যাবলার মতো সব দাঁড়িয়ে আছে!
বাপরে! কী ধোঁয়া! হ্যাঁ, ওই তো ঘাড় গোঁজা! তার মানে মরেই গিয়েছে!

বেঁচে আছি না মরে ভূত হয়ে গিয়েছি! না, ধোঁয়ায় যখন কাশি পাচ্ছে তখন বেঁচেই আছি!
কাশলে চলবে না! কে যেন আসছে!
মরবে না মানে? এই তো নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।
আরে, ধোঁয়ায় চারদিক ভরে গেল! দরজা বন্ধ কর।
ও কে বস।
দু' কুড়ি বয়স হল অথচ ঘিলুতে পাক ধরল না!
দড়াম
এদিকে কলকাতায়...
পবন আর টনি নামে লোক দু'টোও রাপ্পা নিখোঁজের দিন থেকে বেপাত্তা।
প্রথমে হাতের বাঁধন কাটতে হবে।
চলো বাবা, পায়ের বাঁধন খুলে তোমায় পাতকুয়োয় ফেলে দিই!

লাস্ট চান্স! বাঁচতেই হবে!
ও মা, ও কী! ওই ছেলেটাই তো পালাচ্ছে।
চিন্তা নেই, ওর খুলি ফুটো করে দিচ্ছি!
দুম
চেয়ারে বসেও বেঁচে গেল কী করে? এর জন্য বলি, মাঝে-মাঝে চেক করে দেখতে!
দেখতে গিয়ে মরব নাকি!
বদমাশটা ভাবছে দৌড়ে বাঁচবে। হ্যা হ্যা হ্যা!
জয়েন্ট বক্সে একটা ধেড়ে ইঁদুর ঢুকে পড়েছিল। শর্ট সার্কিট হয়ে বড় ফিউজটা উড়ে গিয়েছে। সব ওই ধেড়ে ইঁদুরটার জন্য।
ইঁদুর-ইঁদুর না করে ওকে মার, ছুঁচো কোথাকার!
আয়, তোর পেটটা ফুটো করি।

ঝাঁঝরা করে দেব।
অন্ধের মতো গুলি নষ্ট করিস না! আগে দরজাটা ভাঙতে হবে।
এই দরজাটা খোলা কেন? যত্ত সব!
দুম
দাম
দমাস
কয়েক মিনিটের মধ্যেই দরজাটা ভেঙে ফেলবে!
ওগুলো কী?
দু'টো বোমা! বাক্সের মধ্যে কী?
ও রে, তোকে থেঁতলে মারব।
একটা বন্দুক!
এবার মজা দেখবি!
দড়াম
সেম টু ইউ!
বুম
ছোকরাটাকে মারতে বোম ফাটাচ্ছে কে? পয়সা যেন খুব সস্তা!

এই সুযোগে পালাতে হবে। পালাতেই হবে।
এ কী! এরা গড়াগড়ি খাচ্ছে! ব্যাপার কী?

ওরে বাবা! আরও লোক! একটাই উপায়!

হাবলুস্যারের ডেরায় বোমাবাজি! এবার ওকে চমকে দেব।

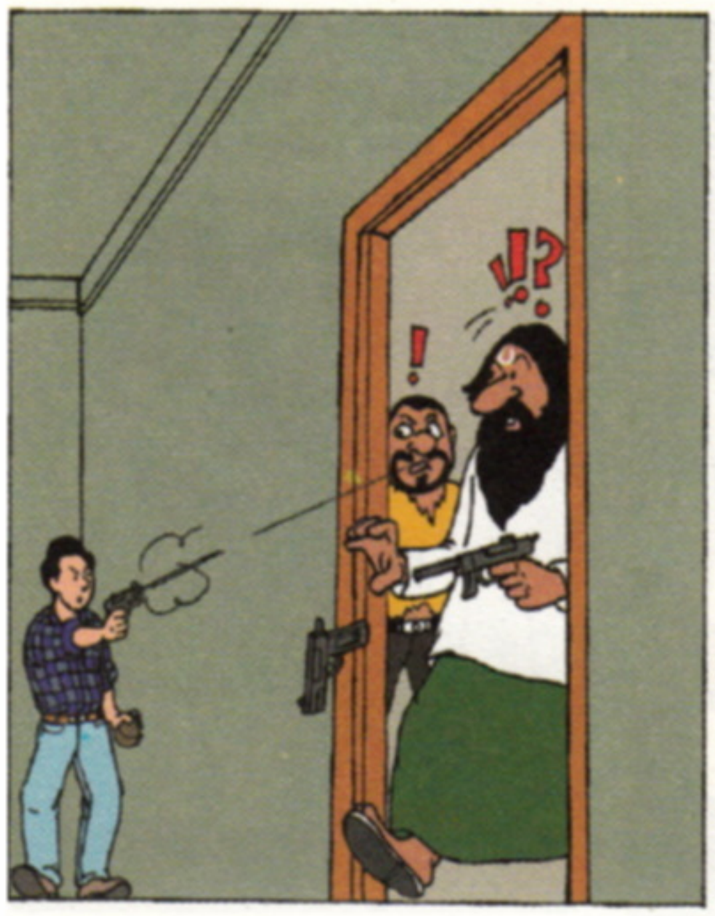
!?
!

গুলি ফুরিয়েছে! বাঁচার আশাও ক্রমশ ফুরোচ্ছে। যাই হোক, বোমাটা আছে।

গুলি ফুরিয়ে গেলে সকলে মিলে অ্যাটাক কর। তারপর ঝাঁঝরা করে দে।

তিন মিনিট কোনও সাড়াশব্দ নেই! মানে গুলি নেই! এবার!
যদি আবার বোমা ছোড়ে?
হলঘরে বাক্সের মধ্যে একটা বোমা ছিল।
সেটা ও ফাটিয়ে ফেলেছে! অতএব, এবার ওর মাথায় আমরা বন্দুক ফাটাব।

লেট্‌স গো।

উঁহু! উঁহু! পকেটে হাত দিলে গুলি করে দেব!
অ্যাই, তোর শাগরেদদের বন্দুক ফেলতে বল!

সব ক'টাকে এবার বাদামি চেয়ারের ঘরের দিকে যেতে বল।
চালাকি করলেই তোকে গুলি করব।
তোর পকেটের বন্দুকটা বরং আমি নিই।
ধন্যবাদ। আসলে আমার বন্দুকটায় গুলিই ছিল না।
!

তোমাকে অনেক টাকা দেব। বুঝলে! তিন পুরুষ বসে-বসে খাবে।
একটাই নাকি বোমা ছিল। পরেরটা কী ফাটল? কালীপটকা?

ব্যাটা আমাকে দেখতে পায়নি! মজা দেখাচ্ছি!
বাইরে কীসের গোলমাল?
জেনে আর কী হবে? পোলট্রির মুরগির মতো যে-কোনও সময় জবাই হয়ে যাব আমরা।
সব ক'টাকে বাদামি চেয়ারের ঘরে ঢুকে যেতে বল।

সকলে ঢুকে গেলে বাদামি চেয়ারের দরজা আটকে দে।
গুড। এবার তুই আয়।
এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে প্রশ্নের উত্তর দে।
এই সুযোগ! মাথাটা থেঁতলে দেব।
এর পর দলে আমার পজিশনটা যা হবে না! ওফ!
এস টি ডি করার ফোন? সে ওদিকের ঘরে আছে।
তা হলে চটপট সেই ঘরে নিয়ে চল!
দলের অন্য ছেলেরা নিশ্চয়ই খেল দেখাবে এবার...
!
গদাম!
জীবনে প্রথম একটা কাজের কাজ করলি। এবার আমার কথামতো কাজ কর।

সোজা ফোনের ঘরের দিকে চল। চালাকি করলেই বুলেট ছুটবে।
একটু ভুলের জন্যে...
হ্যাঁ, কাকা, আমি রাপ্পা বলছি। আমি বেনারসে! শোনো সংক্ষেপে বলছি...
ইউ পি'র উপর মহলের পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করো। লোকাল পুলিশ দিয়ে হবে না। এদের স্পাই আছে।

উজাড় করে সমস্ত সোর্স কাজে লাগাও, না হলে এখান থেকে বেঁচে ফেরা আমার পক্ষে মুশকিল!
মন্ত্রীদের মাধ্যমে যোগাযোগ করলে তাড়াতাড়ি অ্যাকশন নেবে পুলিশ।
বাদামি চেয়ারের ঘরের মধ্যে...
দলের লোক যারা বাইরে আছে, তাদের ফোন করছ না কেন?
ধুত, এই ঘর থেকে নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না!
অত মেজাজ নিচ্ছ কেন?

গণতন্ত্রে মন্ত্রীরা আসলে রাজা।
BARANASI POLICE HEAD QUARTER
হুমদোটার জ্ঞান ফিরেছে দেখছি।
কিছুক্ষণের মধ্যে দরজাটা খুলতে পারব!

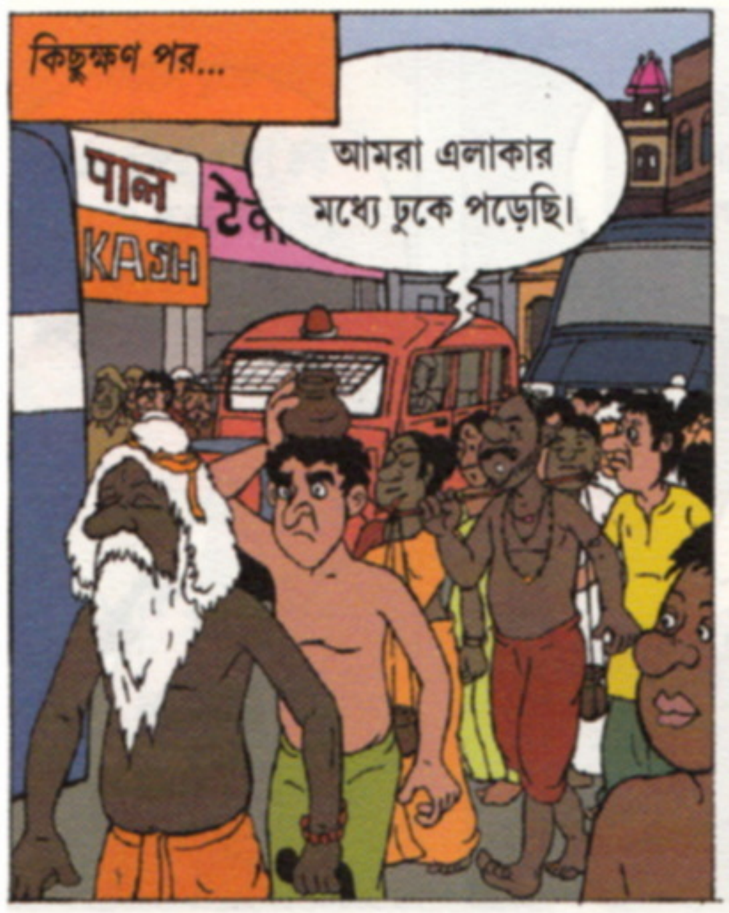
কিছুক্ষণ পর...
আমরা এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়েছি।
KASH

স্মাগলার হাবলু বহুত ডেঞ্জারাস ক্রিমিনাল হ্যায়!
!

ইয়েস অফিসার! আই অ্যাম টেলিং দ্য অ্যাকচুয়াল পজিশন অফ দ্য হাউস। অ্যাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু ওয়াক অ্যালং...

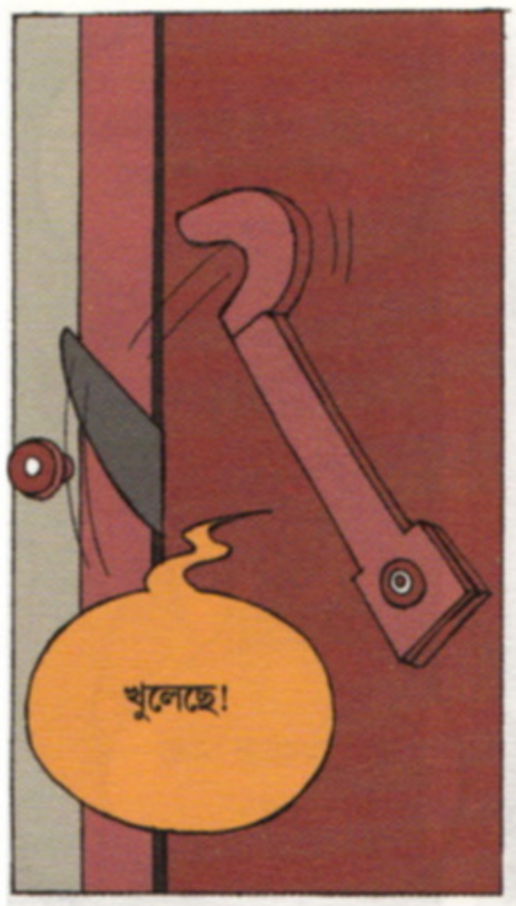
খুলেছে!

ওর লাথি খেয়ে চোয়ালটা এখনও ঝনঝন করছে।

দাদা, রাপ্পা বেনারসে রয়েছে। পরে সব বলব...

কী আস্পর্ধা! বেনারসে চলে গিয়েছে! নিজেকে কীভাবে ও? জেম্‌স বন্ড? চামড়া খুলে নেব!

সাবধান! হমলোগ আব ইস ঘরপে আ গয়ে হ্যায়।

আজই তোর শেষ দিন। যাঃ, মর!

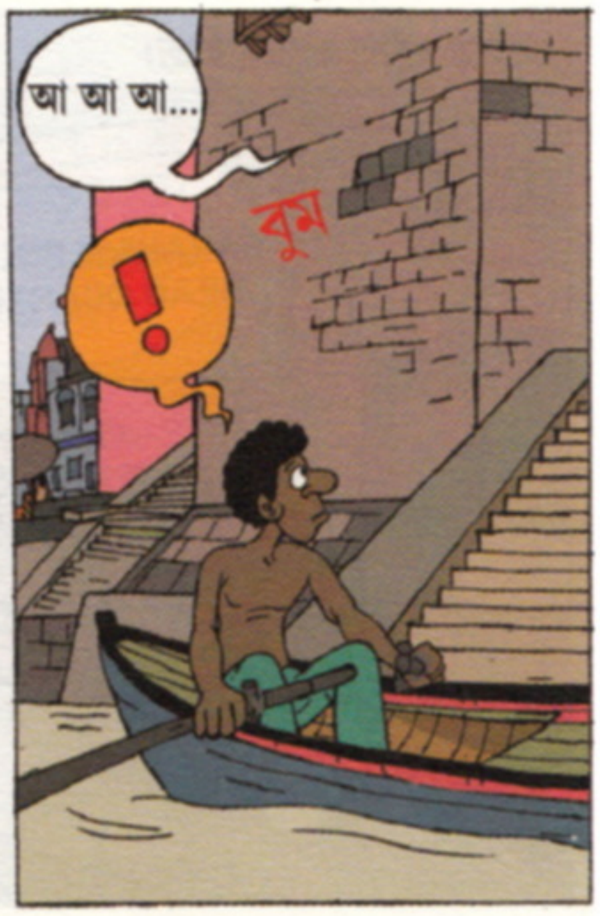
আ আ আ...
!
বুম

জেল থেকে ফিরে সন্ন্যাসী হব!

দু'দিন পর কলকাতায়...
রাপ্পা হাওড়া থেকে ফোন করেছিল। এক্ষুনি বাড়ি পৌঁছবে।
বাড়ি এলেই জেম্‌স বন্ড হওয়ার শখ ঘুচিয়ে দেব।
ওই, হতভাগাটা এসেছে মনে হচ্ছে!

তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি! এ কী! আপনারা?
ছেলের সাহসিকতা দেখে আপনার কেমন লাগছে?
ইয়ে, বেশ ভালই লাগছে! আমি গর্বিত!

আরও ক'দিন পর দিল্লি সেন্ট্রাল জেলে...
তোমার জন্যে খুব মন কেমন করছিল।
তোমাকে দেখে মনটা খুশি হয়ে গেল!

ডানপিটে রাপ্পা রায়ের দমফাটা হাসির গল্প।
থেকে থেকেই সে বিভিন্ন গোলমালে
জড়িয়ে পড়ে। গল্পের পরতে পরতে
খুলতে থাকে রহস্যের জট এবং
ছুটতে থাকে হাসির ফোয়ারা।

9 789350 401873